গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

এবং

সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৩

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৪

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৫

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট স্থাপন করা হয়েছে। ইন্সটিটিউট সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে' সামনে রেখে পুঁজিবাজার বিষয়ক শিক্ষা প্রসারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বিআইসিএম পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। বিগত তিন অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ১৩৩টি ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৪৩৮৮ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। একই সময়ে নামমাত্র ফি-তে ৪৬টি সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১০৬৪ জন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পুঁজিবাজারের পেশাজীবীদের জন্য এক বছর মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট- পিজিডিসিএম প্রোগ্রামে একই সময়ে ১৭০ জন অধ্যয়ন করছেন। এ ছাড়াও নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন অব্যাহত রয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

ইন্সটিটিউটের জনবলের সর্বশেষ উদ্ভাবিত শিক্ষণ পদ্ধতি ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ইপ্সিত সক্ষমতার অভাব রয়েছে। ইন্সটিটিউটটি নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ইপ্সিত সক্ষমতার ঘাটতি এবং দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও, বর্তমান পুঁজিবাজার গুজব নির্ভর হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের শিক্ষায় আগ্রহ কম।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বিআইসিএম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি'র গোল ৪ (টার্গেট ৪.৪) এর আলোকে পুঁজিবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য পুঁজিবাজারের উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পরিচালনার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত ডিগ্রী পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রোগ্রামটির মাধ্যমে যুবকদের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত দক্ষতা এবং কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে যা তাদের কর্মক্ষেত্রে সফল হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়াও দেশের আপামর জনসাধারণের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এর মধ্যে ৫টি প্রশিক্ষণ ই-ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। বছরে ১টি পুঁজিবাজার সংক্রান্ত জার্নাল প্রকাশ করা হবে এবং বছরে ২টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যার মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। পুঁজিবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লাইসেন্সিং এর জন্য প্রাক-যোগ্যতা নিরুপণ পরীক্ষা আয়োজন করা হবে। এতে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৫০টি ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিনামূল্যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ;
- ২০টি সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পুঁজিবাজারের পেশাজীবী এবং এ বাজারে পেশা গড়তে আগ্রহীদের জন্য ৩টি এক বছর মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রামের আয়োজন;
- সীমিতভাবে অনলাইন/ দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন;
- ঢাকার বাইরে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

এবং

সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুন... মাসের ২০... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

স্বচ্ছ, দক্ষ, সমৃদ্ধ ও প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাজার গঠনে বাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞান দান।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত সর্বশেষ উদ্ভাবিত শিক্ষণ পদ্ধতি, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ইন্সটিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রূপকল্পের বাস্তবায়ন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. পুঁজিবাজারের পেশাজীবী এবং এ বাজারে পেশা গড়তে আগ্রহীদের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রামের আয়োজন;
২. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪. সমসাময়িক বিষয়ের উপর ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সেমিনার আয়োজন;
৫. পুঁজিবাজারের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

সেকশন ২

দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২০-২১	২০২১-২০২২		
পুঁজিবাজারে প্রশিক্ষিত বিনিয়োগকারী/জনবল বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধির হার	%	১৯৭১	৭.৮%	১০%	১২%	১৫%		বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য